হাদিসের দ্রিষ্টিতে কদমবুচি

"হযরত যিরা' (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি আবদুল কায়েছ প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন- তিনি বলেন, আমরা (প্রতিনিধিদল) যখন মদিনা শরীফে আগমন করলাম, তখন আমরা আমাদের বাহন হতে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম এবং রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হস্ত মোবারক এবং কদম মোবারক চুম্বন করতে লাগলাম" আবু দাউদ শরিফ,হাদিস নং ৫২০৬

-সিহাহ্ সিত্তার অন্যতম কিতাব আবু দাউদ শরীফের অত্র হাদীসে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হলো যে, স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কদমবুছি ও দস্তবুছি গ্রহণ করেছেন এবং সাহাবীগণ কদমবুছি করেছেন মুখ লাগিয়ে।

আল্লামা নববী (রহঃ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন- "সাহাবীগণ কর্তৃক নবীজীর কদমবুছি দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, "যে কোন আমলধারী বুযুর্গ, শরীফ ও পরহেযগার লোকের হাত ও কদমচুম্বন করা মাকরূহ নয়- বরং মোস্তাহাব" (মিশকাত শরীফের সংশ্লিষ্ট টীকা)।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইর (রাঃ) যখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রওয়ানা হন, তখন তাঁর মা হযরত আছমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট বিদায় নিতে গিয়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইর (রাঃ) উপুড় হয়ে মায়ের হাত পা চুমুতে চুমুতে সিক্ত করে দিতে লাগলেন।

-মা সাহাবী, পুত্রও সাহাবী। পুত্র উপুড় হয়ে মায়ের হাত-পা চুম্বন করলেন। দেখা যাচ্ছে- পদচুম্বন শুধু রাসুলের জন্য খাস নয়- বরং মায়ের পদচুম্বনও সাহাবীর আমল দ্বারাই প্রমাণিত।

ইমাম বোখারী (রঃ) এর "আদাবুল মুফরাদ" নামক কিতাবের ৪৩৭ পৃ. অন্য এক হাদীছে উল্লেখ আছে : হাদিস নং- ৯৭৬

হজরত ছোহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি ছোহাইব (রাঃ) হজরত আলী (রাঃ) কে হজরত আব্বাস (রাঃ) এর হাত ও পায়ে চুম্বন করতে দেখেছি।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত হাদীছ শরীফখানা ইমাম হাফিজ ইবনে হাজর আছ্কালীণ (রঃ) তদীয় "ফত্হুল বারী শরহে বোখারী ১১ তম খণ্ডের ৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

উপরোক্ত রেওয়ায়েত বা প্রমাণাদি ভিত্তিতে একথা প্রমাণিত হলো ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনার্থে বুজুর্গানে দ্বীনের হাত ও পায়ে চুম্বন বা বুছা দেওয়া জায়েজ বরং ছুন্নত সম্মত কাজ।

আদাবুল মুফরাদ হাদিস নং ৯৭৫ঃ- আল ওয়াযি ইবনে আমির (রাঃ) বলেন, আমরা এক জায়গায় আসলাম আর আমাদেরকে বলা হলো অমুক হলেন আল্লাহর রাসুল (দঃ)। এতে আমরা রাসুলুল্লাহ (দঃ)'র হাত ও পায়ে চুমা দিলাম।